নবরত্নকাব্যম্

রথীন্দ্র সরকার*

সারসংক্ষেপ

পাণ্ডুলিপিতে নবরত্নরূপে পরিগণিত হয়েছে– মিত্র, অর্থী, নীতি, ধর্ম, কার্পণ্য, মূর্খ, স্ত্রী, বিদ্বান উৎখাত প্রভৃতি বিষয়সমূহ। আবার, রাজা বিক্রমাদিত্যের নয়জন সভাকবিও নবরত্ন হিসেবে পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত। আলোচ্য 'নবরত্নকাব্যম্' একটি অপ্রকাশিত অসম্পাদিত পাণ্ডুলিপি। এর পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের ভুবনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। নবরত্নের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মনুষ্যজীবনের অগ্রগতির ধারা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে যে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এ বিষয়ে আলোকপাত করা প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে কাব্য রচনার বিভিন্ন ধারা প্রচলিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, দৃশ্যকাব্য, চম্পূকাব্য, স্তোত্রকাব্য প্রভৃতি কাব্য রচনার মাধ্যমে অনেক প্রতিভাধর কবি খ্যাতিমান হয়েছেন। এইসব কাব্যের পাশাপাশি আরও এক ধরনের কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়– সেটা হলো সংস্কৃত কোশকাব্য। এগুলোকে পূর্ণাঙ্গ কোনো কাব্য বলা যায় না বরং পরস্পর নিরপেক্ষ কিছু শ্লোক সমষ্টি। অনেকটা প্রবাদ-প্রবচনের মতো। এ ব্যাপারে সংস্কৃত পণ্ডিতদের খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায় না। এমনই একটি কোশকাব্য নবরত্নকাব্য।

নবরত্ন বলতে বোঝায় নয়সংখ্যক রত্ন। এটি জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লিখিত ৯টি মূল্যবান পাথর।

> মণিমাণিক্যবৈদুর্য্যগোমেদা বজ্রবিদ্রুমৌ।
> পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমম্ ॥
>
> (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৬: ১১৭৭)

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থাৎ– মুক্তা, মাণিক্য, বৈদুর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত- যথাক্রমে এই নয়টি রত্ন।

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ.

আবার, রাজা বিক্রমাদিত্যের[১] (চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য/দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্ত) রাজসভার নয়জন পণ্ডিতরত্নকেও নবরত্ন বলা হয়।

> ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুর্বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
> খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য ॥

ধন্বন্তরি[২], ক্ষপণক[৩], অমরসিংহ[৪], শঙ্কু[৫], বেতালভট্ট[৬], ঘটকর্পর[৭], কালিদাস[৮], বরাহমিহির[৯], বররুচি[১০]- এই নয়জন বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিদগ্ধ পণ্ডিতদের রাজসভা শাস্ত্রালোচনায় মুখরিত থাকত। রাজার নিকট যেমন নয়জন পণ্ডিত রত্নস্বরূপ তেমন মিত্র, অর্থী, নীতি, ধর্ম, কার্পণ্য, মূর্খ, স্ত্রী, বিদ্বান, উৎখাত এ বিষয়গুলোও রত্নস্বরূপ। শুধু রাজা নয় সাধারণ মানুষের জন্যও এগুলো রত্নস্বরূপ। এজন্য কবি নয়টি বিষয়রূপ রত্ন সম্পর্কে আলোচনা করে নয়জন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন– নবরত্নের একটি রত্ন মিত্র। এখানে দেখানো হয়েছে, কাকে কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায়–

সৎ ব্যবহারে বন্ধু সন্তুষ্ট হয়; নীতি প্রয়োগে শত্রু পরাস্ত হয়; লোভী ব্যক্তি সম্পদে খুশি হয়, কথানুযায়ী কাজের দ্বারা প্রভু খুশি হন; সম্মান প্রদর্শনে ব্রাহ্মণ খুশি হন; ভালোবাসার মাধ্যমে যুবতীকে বশে আনা যায়, প্রশংসা করে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ কমানো যায়, শাস্ত্রালোচনা করে পণ্ডিতজনকে খুশি করা যায়, রসালাপ করে রসিক ব্যক্তির মন পাওয়া যায়, আর শিষ্টাচার দ্বারা সকল রকমের ব্যক্তিকে বশে আনা যায়। পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা ও অনুবাদ অংশে অন্য রত্নগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

পুথি পরিচিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নবরত্নকাব্যের সাতটি পুথি পাওয়া গেছে। পুথিগুলোর সংগ্রহ সংখ্যা ১৬১৫৯, ১৮৮৪০, ৩১৩২, ২০৮৪ (এল), ১৮৩০(সি), ৩৯০৩, ৩৭৫৬। পাণ্ডুলিপিগুলোতে বেশিরভাগ শব্দের মিল থাকায় দুটি পুথি মিলিয়ে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করা হয়েছে। প্রথম পুথির সংগ্রহ সংখ্যা ১৬১৫৯। এটাকে আদর্শ পুথি ধরা হয়েছে। আবার একে ক পাঠ ধরা হয়েছে। বাংলা লিপিতে তুলট কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় কালো কালিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত। পত্রের আকার (৩৮.২ × ৬.৫) সেমি.। পত্রের মাঝখানে আয়তাকৃতির ফাঁকা জায়গা রয়েছে। প্রতি পাত্রের ডানপাশে পত্রসংখ্যা লিখিত হয়েছে। প্রতিটি বাক্য দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে শেষ হয়েছে। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে শ্লোক সংখ্যা লিখিত আছে। পাণ্ডুলিপিতে

১১টি শ্লোক আছে। পুথিটি তিন পাতায় সমাপ্ত। লিপিকরের নাম শ্রী হরনাথ শর্মা। হস্তাক্ষর পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় পুথিটি আনুমানিক দ্বাদশ বা তার পরবর্তী সময়ে লিপিকৃত। এটি নীতিকথা সংবলিত পুথি।

দ্বিতীয় পুথির সংগ্রহ সংখ্যা ৩১৩২। একে খ পাঠ ধরা হয়েছে। বাংলা লিপিতে তুলট কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় কালো কালিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত। পত্রের আকার (৩৬ × ৮) সেমি.। পত্রের মাঝখানে আয়তাকৃতির ফাঁকা জায়গা রয়েছে। প্রতি পাত্রের ডানপাশে পত্রসংখ্যা লিখিত হয়েছে। প্রতিটি বাক্য দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে শেষ হয়েছে। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে শ্লোক সংখ্যা লিখিত আছে। পাণ্ডুলিপিতে ১১টি শ্লোক আছে। পুথি শেষে লেখা আছে, "ইতি সৎকবিভির্বিরচিতং নবরত্নকাব্যং সমাপ্ত।" অর্থাৎ পণ্ডিত লেখকদের লিখিত শ্লোকের সমষ্টি-এই নবরত্ন কাব্য।

সম্পাদনা পদ্ধতি

১। দুটি পুথি মিলিয়েই পাঠ তৈরি করা হয়েছে। তবে এ-দুটি পুথির মধ্যে পাঠান্তর খুবই কম। পাঠান্তরের ক্ষেত্রে সমধিক প্রাসঙ্গিক পাঠটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

২। পুথিটিতে বেশ কয়েকটি বানান ও ব্যাকরণগত ভুল রয়েছে। ভুলগুলো তথ্যনির্দেশে দেখিয়ে যথাস্থানে শুদ্ধ রূপটি লিখিত হয়েছে।

৩। পুথি দুটিতে রেফযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব হয়েছে। সম্পাদিত পাঠে বর্ণের দ্বিত্ব বর্জন করা হয়েছে।

৪। পুথিতে চরণশেষে সর্বত্র অনুস্বার (ং) লিখিত হলেও নিয়মানুযায়ী 'ম্' ব্যবহার করা হয়েছে।

৫। বিসর্গ সন্ধির ক্ষেত্রে কোথাও লুপ্ত অ(২) ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও হয়নি। সম্পাদিত পাঠে সর্বত্রই লুপ্ত অ(ঽ) ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার জন্য কোনো কোনো শ্লোকে একটি বা দুটি বর্ণ বা শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে।

৭। প্রথম পুথিটিকে ক এবং দ্বিতীয় পুথিকে খ ধরা হয়েছে।

৮। কোনো টীকা না পাওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

অথ নবরত্নকাব্যম্

॥ ওঁ নমো গণেশায় ॥

মিত্রমর্থীতথানীতির্ধর্মকার্পণ্যমূর্খতা।
স্ত্রীণাংবিদ্বানথোৎখাতান্নবরত্নমিদং[১১] ক্রমাৎ॥ (শ্লোক ১)

মিত্র, অর্থী, নীতি, ধর্ম, কার্পণ্য, মূর্খতা, স্ত্রী, বিদ্বান, উৎখাত– এগুলো ক্রমান্বয়ে নবরত্নস্বরূপ।

মিত্রং স্বচ্ছতয়া, রিপুং নয়বলৈর্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং
কার্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতিং প্রেম্ণা শমৈর্বান্ধবান্।
অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্বুধং
বিদ্যাভিঃ রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্যাদ্ বশম্।। (শ্লোক ২)

মিত্রকে সুন্দর আচরণের দ্বারা, শত্রুকে নীতিশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, ধন-সম্পত্তি দিয়ে লোভীকে, প্রভুকে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে, যথাযোগ্য সম্মান ও দানের দ্বারা ব্রাহ্মণকে, প্রেম-ভালোবাসার দ্বারা যুবতিকে, শান্ত ব্যবহারের দ্বারা মিত্রগণকে, অতি ক্রুদ্ধব্যক্তিকে স্তুতির দ্বারা, প্রণাম ও ভক্তি প্রদর্শনে গুরুকে, নানারকম মিষ্ট কথায় মূর্খকে, শাস্ত্রালোচনার দ্বারা পণ্ডিতকে, রসালাপের দ্বারা রসিককে, কিন্তু কেবল শিষ্টাচারের দ্বারাই সকলকে বশীভূত করা যায়।

অর্থী লাঘবমুচ্ছ্রিতো নিপতনং কামাতুরো লাঞ্ছনং
লুব্ধোঽকীর্তিমসংগ্রহঃ পরিভবং দুষ্টোঽন্যদোষে রতিম্।
নিঃস্বো বঞ্চনমুন্মনা বিকলতাং শোকাকুলঃ সংশয়ং
দুর্বাগপ্রিয়তাং দুরোদরবশঃ প্রাপ্নোতি কষ্টং[১২] মুহুঃ।। (শ্লোক ৩)

অন্যের নিকট অর্থ যাচনাকারী সবসময় অবজ্ঞার পাত্র হয়। অতি উগ্রস্বভাবী ব্যক্তির পতন অবশ্যম্ভাবী। কামাতুর-লম্পট ব্যক্তি সকলের কাছে লাঞ্ছিত হয়। লোভী ব্যক্তির সুনাম হয় না। যুদ্ধে অপারদর্শী ব্যক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত। অন্যের দোষ খুঁজে দুষ্ট ব্যক্তি আনন্দ পায়। নির্ধন ব্যক্তি সর্বদা বঞ্চিত হয়। যার চিত্ত সর্বদা অস্থির, তার বুদ্ধি লোপ পায়। শোকার্ত ব্যক্তি সবসময় সংশয়ে থাকেন। দুষ্টভাষী সকলের অপ্রিয় হয়। সর্বদা পাশা খেলায় মত্ত ব্যক্তি অসীম দুঃখের অধিকারী হয়।

নীতির্ভূমিভুজাং নতি র্গুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং রতি-
র্দম্পত্যোঃ[১৩] শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্।
লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতিঃ সুমনসাং শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং সত্যং[১৪] সতাং মণ্ডনম্।। (শ্লোক ৪)

রাজার অলঙ্কার নীতিজ্ঞান; গুণীজনের অলঙ্কার নম্রতা; রমণীদের অলঙ্কার লজ্জা; দম্পতীর অলঙ্কার প্রেম; গৃহের অলঙ্কার শিশু; পণ্ডিতজনের অলঙ্কার কবিত্বশক্তি, বাক্যের শোভা মিষ্টত্ব; দেহের শোভা লাবণ্য; পণ্ডিতজনের ভূষণ শাস্ত্রজ্ঞান ; ব্রাহ্মণের স্বভাব শান্তিগুণ; ক্ষমা শক্তিমানের অলঙ্কার; গৃহস্থের অলঙ্কার অর্থসম্পদ এবং সজ্জনের অলঙ্কার সত্যবাদিতা।

ধর্মঃ প্রাগেব চিন্তাঃ সচিব মতিগতির্ভাবনীয়া স
দৈবজ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তির্বরচরনয়নৈর্মণ্ডনং (বীক্ষণীয়ং)।
প্রচ্ছাদ্যৌরাগরোষৌ মৃদুপুরুষগুণৌ যোজনী যৌবকালে[১৫]
আত্মাযত্নেন রক্ষো রণ শিরসি পুনঃ সোঽপিনাক্ষেপনীয়ঃ ॥ (শ্লোক ৫)

সচিবের মতো পূর্বচিন্তা করা; দৈবজ্ঞের মতো মানুষের চলাফেরা বা হাবভাব দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করা; বকপক্ষীর মতো নিশ্চল হয়ে মানুষের চিন্তা-চেতনা পর্যবেক্ষণ করা; নম্রশীল বা দয়াপ্রবণ মানুষের মতো রাগ গোপন রাখা; যৌবন বৃদ্ধিকালে আবেগ সংযত করা; এসবই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার ধর্ম– এভাবে যে যোদ্ধা নিজেকে প্রস্তুত রাখেন তার অন্য বিষয়ে আক্ষেপ করা প্রয়োজন হয় না (অর্থাৎ তার অন্য শত্রুদের নিয়ে ভাবনার অবকাশ থাকে না।)

কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো দম্ভেন সত্যং ক্ষুধা
মর্যাদা ব্যসনৈর্ধনঞ্চ বিপদা স্থৈর্যং প্রমাদৈ র্দ্বিজঃ।
পৈশুন্যেন কুলং মদেন বিনয়ো দুশ্চেষ্টয়া পৌরুষং
দারিদ্র্যেণ জনাদরো মমতয়া চাত্মপ্রকাশো হতঃ ॥ (শ্লোক ৬)

অন্যান্য গুণ থাকলেও কৃপণ ব্যক্তির কপালে যশ প্রাপ্তি হয় না। ক্রোধ মানুষের সব গুণ নষ্ট করে। দাম্ভিক ব্যক্তি সবসময় সত্য বলে না। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের আত্মমর্যাদা বিনাশ হয়। মদ্যপান-পরস্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি ব্যসন ধনসম্পত্তি বিনাশে সহায়তা করে এবং বিপদে ধৈর্যহানি ঘটায়। প্রমাদ দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়। বংশে যদি খল লোক থাকে, তাহলে সে বংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। উন্মত্ততায় মানুষের বিনয় স্খলিত হয়। অসৎকাজে লিপ্ত ব্যক্তির পৌরুষ হারিয়ে যায়। দারিদ্র্য থাকলে কেউ কদর করে না এবং মমতার কারণে প্রতিভার বিকাশ হয় না (অর্থাৎ কোনো শিশুর প্রতি অত্যধিক মমতা দেখালে তার স্বনির্ভরতা তাকে ত্যাগ করে)।

মূর্খো[১৬]শান্তস্তপস্বী ক্ষিতিপতিরলসো মৎসরো ধর্মশীলো
দুঃস্থো[১৭] মানী গৃহস্থঃ প্রভুরতিকৃপণঃ শাস্ত্রবিদ্ ধর্মহীনঃ।
আজ্ঞাহীনো নরেন্দ্রঃ শুচিরপি সততং যঃ পরান্নোপভোজী[১৮]
বৃদ্ধো রোগী দরিদ্রঃ স চ যুবতিপতির্ধিগ্ বিড়ম্বপ্রকারান্[১৯] ॥ (শ্লোক ৭)

সন্ন্যাসী চঞ্চল ও মূর্খ হলে, রাজা রাজকার্য না করে আলস্যে দিন কাটালে, ধার্মিক ব্যক্তি দাম্ভিক হলে, দরিদ্র গৃহস্থ সম্মান পেতে চাইলে, প্রভু অত্যন্ত কৃপণ হলে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অধার্মিক হলে, রাজার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে, পবিত্রভাবাপন্ন হয়েও পরের অন্নে জীবন ধারণ করলে, দরিদ্র ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হলে এবং বৃদ্ধের যুবতি ভার্যা, এগুলো অত্যন্ত বিড়ম্বনার কারণ হয়। যার পক্ষে যেটা শোভন নয়, সেটা তার ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার কারণ।

স্ত্রীণাং যৌবনমর্থিনামনুগমো রাজ্ঞাং[২০] প্রতাপঃ সতাং
সত্যং স্বল্পধনস্য সঞ্চিতিরসদ্বৃত্তস্য বাগাড়ম্বরঃ।
স্বাচারস্য মনোদমঃ[২১] পরিণতের্বিদ্যা কুলস্যৈকতা
ক্রীড়ায়া ধনমুন্নতেরতিনতিঃ শান্তের্বিবেকো বলম্। (শ্লোক ৮)

নারীর শ্রেষ্ঠ শক্তি হলো তার যৌবন। ভিখারীর শক্তি ধনবান ব্যক্তিদের অনুগ্রহ। রাজার শ্রেষ্ঠ বল হলো প্রতাপ। সদ্ব্যক্তিদের পরম শক্তি সত্যবাদিতা। দরিদ্রের শক্তি হলো ধীরে ধীরে অর্থসঞ্চয়। দুষ্ট ব্যক্তির শক্তি তার বাগাড়ম্বর। শিষ্ট ব্যক্তির শক্তি হলো অশান্ত মনের দমন। প্রাজ্ঞ লোকের শক্তি তার বিদ্যাবত্তা। বংশের শক্তি হলো সে বংশস্থ লোকদের একতা। ক্রীড়ার বল ধনাগম। বিনীত থাকার শক্তি হলো উন্নতি। শান্ত ব্যক্তির বিবেকই হলো শ্রেষ্ঠ বল।

বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ পরবশো[২২] মানী দরিদ্রো গৃহী
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণো সুখীপরবশো বৃদ্ধো ন তীর্থাশ্রিতঃ।
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ কুলভবো মূর্খঃ পুমান্ স্ত্রীজিতো
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে।। (শ্লোক ৯)

বিদ্বান ব্যক্তি বিচারসভায় যদি পক্ষপাতিত্ব করেন; পরাধীনব্যক্তি যদি সর্বদা সম্মান প্রত্যাশা করেন; গৃহী, অথচ তার সামান্য মাত্র ধন নেই; বহু সম্পদের অধিকারী কিন্তু কৃপণ; সন্ন্যাসী যদি সকল সময় ধন-চিন্তা করেন; বৃদ্ধ কিন্তু তীর্থদর্শনে অনাগ্রহ; রাজা যদি দুষ্ট মন্ত্রীদের সাহচর্যে থাকেন; উচ্চ বংশে জন্ম কিন্তু মূর্খ; পুরুষ হয়েও যে ব্যক্তি নারীর দাস; বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নেই, এসব লোক জগতে হাসির পাত্র হয়।

উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতাংশ্চিন্বন্ শিশূন্ বর্দ্ধয়ন্
প্রোত্তুঙ্গান্নময়ন্[২৩] নতান্ সমুদয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
ক্ষুদ্রান্ কণ্টঙ্কিতো বহির্নিরময়ন্ ম্লানান্ পুনঃ সেচয়ন্
মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণো রাজা চিরং নন্দতু ॥ (শ্লোক ১০)

যাকে উৎখাত করা হয়েছে তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা; যে অতিরিক্ত বাড়ে তাকে বিনাশ করা; ছোটকে বড় করে দেখানো; অতি অহঙ্কারীর গর্ব নাশ করা; নম্র ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করা; বিশৃঙ্খল কোনো কিছুকে সুশৃঙ্খল করা; ক্ষুদ্রকে সঙ্গে রাখা; দূরের জিনিসকে কাছে টানা; ম্রিয়মানো কোনো কিছুকে পুনর্জীবিত করা-এগুলো রাজার বৈশিষ্ট্য। এভাবে চক্রাকারে যে রাজা নীতি প্রয়োগ করতে পারেন সে রাজা দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে পারেন। (অর্থাৎ সে রাজা চিরদিন প্রশংসা কুঁড়িয়ে থাকেন।

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুর্বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতৌ বরাহমিহিরৌ নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য ॥ (শ্লোক ১১)

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি এই নয়জন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নস্বরূপ।

ইতি নবরত্নকাব্যং সমাপ্তম্ ॥
নবরত্নকাব্য সমাপ্ত।

পাণ্ডুলিপিটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নবরত্নের সাথে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নয়জন পণ্ডিতের কোনো সাদৃশ্য নেই। কিন্তু আমার মতে গুরুত্ব বিবেচনায় অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য আছে। যেরূপ রাজার জন্য নয়জন পণ্ডিত রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রত্নের ভূমিকা পালন করেন। সেরূপ নয়টি রত্ন সম্পর্কে আলোচনায় উপলব্ধি হয় যে, এগুলোর মাহাত্ম্য মানব জীবনে রত্নের মতো কাজ করবে। নবরত্নকাব্যটিতে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। যেমন– কোনো ব্যক্তিকে কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায়, কোনো কোনো কর্মের জন্য নিন্দা হয়, কোনটি কার অলঙ্কার, যোদ্ধার ধর্ম কী, কোন দোষগুলোর জন্য মানুষ নিজেই নিজের শত্রু হয়, কোন জিনিস কার কাছে বিড়ম্বনার পাত্র, কোনটি কার শক্তি, কে কোন কাজের জন্য হাসির পাত্র হয়, রাজার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়সমূহ কাব্যটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধটি দর্পণস্বরূপ মানুষের চলার পথে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যনির্দেশ

১। বিক্রমাদিত্যের পিতা ছিলেন গন্ধর্বসেন। গন্ধর্বসেনের দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর পুত্র ভর্তৃহরি এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র বিক্রমাদিত্য, যার নামে সম্বৎ' সন বা বিক্রমাব্দ' প্রচলিত হয়েছিল। তিনি দুটি রাজধানী পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনী থেকে রাজ্য শাসন করতেন। অনেকে মনে করেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি। সে হিসেবে বিক্রমাদিত্য ৩৮০ খ্রিষ্টাব্দ সিংহাসনে আরোহণ করে ৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর রাজত্বকালেই গুপ্ত সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। সামরিক প্রতিভা ছাড়াও তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী নরপতি। তাঁর রাজসভা ছিল একটি বিরাট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তাঁর সভায় মহাকবি কালিদাস পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, তবে নবরত্নদের সকলেই যে তাঁর রাজসভায় ছিলেন এমন কোনো বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২। ধন্বন্তরি ছিলেন একজন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ও শল্য চিকিৎসক। https://bn.m.wikipedia.org/wiki, visited 20/08/2019

৩। ক্ষপণক ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ। https://bn.m.wikipedia.org/wiki, visited 20/08/2019

৪। অমরসিংহ ছিলেন সংস্কৃত কবি, ব্যাকরণবিদ এবং প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান রচয়িতা। তাঁর নামানুসারে অভিধানটির নামকরণ করা হয় 'অমরকোষ', যা নামলিঙ্গানুশাসন নামেও পরিচিত। অমরকোষের প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী যে, ঐ

রীতি অনুসরণ করে পরবর্তীতে বহু অভিধান রচিত হয়েছে। এই অভিধানে স্বর্গবর্গ, ব্যোমবর্গ, পাতালবর্গ, কালবর্গ ও বনৌষধিবর্গ ইত্যাদি বিভাগ ছিল। বর্তমানে তাঁর সকল লেখা ধ্বংস হয়ে গেছে। https://bn.m.wikipedia.org/wiki, visited 20/08/2019

৫। শঙ্কু ছিলেন একজন দক্ষ ও কুশলী বাস্তুকার। https://bn.m.wikipedia.org/wiki, visited 20/08/2019

৬। বেতালভট্ট ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ১৬ পঙ্‌ক্তির 'নীতিপ্রদীপ' রচনার জন্য বিখ্যাত। https://bn.m.wikipedia.org/wiki, visited 20/08/2019

৭। ঘটকর্পর ছিলেন একজন কবি ও বাস্তুশিল্পী। https://bn.m.wikipedia.org/wiki, visited 20/08/2019

৮। কালিদাস সংস্কৃত ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়, অভিজ্ঞানশকুন্তল, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার, মেঘদূত।

৯। বরাহমিহির ছিলেন একজন দার্শনিক, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি তাঁর সময়কার গ্রিক, মিশরীয়, রোমান ও ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সার নিয়ে রচনা করেছিলেন পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থ যদিও প্রধানত জ্যোতিষ ও কুষ্ঠিকে উপজীব্য করেই প্রণীত, কিন্তু তাঁর চিন্তায় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের প্রয়োগ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি বৃষ্টিপাতের সম্ভাব্য পরিমাণের আভাস বা লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। একইভাবে ভূমিকম্পের প্রাক্কালে কী কী নৈসর্গিক লক্ষণ শনাক্ত করা যায় তা-ও তাঁর গ্রন্থে আলোচিত। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনায় তিনি রোমক ও পৌলিশ নামক দুটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন। জ্যোতির্বিদ্যার কিছু ধারণায় বরাহমিহির হেলেনায়িত তত্ত্বের দ্বারা সম্ভবত প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। https://bn.m.wikipedia.org/wiki, visited 20/08/2019

১০। কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি। তাঁর বার্তিক গ্রন্থ সংস্কৃত ব্যাকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান। কাত্যায়নের বার্তিক সংখ্যা ৫০৩২। তিনি পণিনির সূত্রের ওপর ১২৪৫টি বৃত্তি রচনা করেছেন। কাত্যায়নের বার্তিক সূত্রগুলোর প্রকৃতি বিচার করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পাণিনির সূত্রগুলোর ভ্রম, অতিব্যাপ্তি ও অসম্পূর্ণতা দূর করার প্রয়াস করেছিলেন। পণ্ডিতদের মতে, তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রিষ্টপর্ব ৪র্থ ও ৫ম শতকের মধ্যে।

১১। বিদ্বান্‌তথোৎখাতান্ এর স্থলে বিদ্বানথোৎখাতান গ্রহণ করা হয়েছে-খ পাঠ

১২। কৃচ্ছ্রং এর স্থলে কষ্টং- খ পাঠ

১৩। ধৃতির্দূম্পত্যোঃ স্থলে রতিদম্পত্যোঃ-খ পাঠ

১৪। স্বাস্ত্যং এর স্থলে সত্যং-খ পাঠ

১৫। যোজনীয়ৌ চ কালে বর্জন করা হয়েছে।

১৬। সান্ত স্থলে শান্ত-খ পাঠ

১৭। দুস্থো স্থানে দুঃস্থ-খ পাঠ

১৮। পরান্নোপভোজী-খ পাঠ

১৯। ধির্কবিতম্বপ্রকারঃ-খ পাঠ

২০। যৌবনমর্থিনামনুগমো রাজ্ঞাং-খ পাঠ

২১। আচারস্যমহাতপঃ স্থলে স্বাচারস্য মনোদমঃ-খ পাঠ

২২। পরিণতো লিপিকরের প্রমাদ স্থলে পরবশো গ্রহণ করা হয়েছে-খ পাঠ

২৩। প্রাত্তুঙ্গন্নময়ন্-খ পাঠ

গ্রন্থাপঞ্জি

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (১৯৬৬)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা

২। রণবীর, চক্রবর্তী (২০০৭)। *ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব* (প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ)। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৩। ভৌমিক, দুলাল (২০১৮)। *ভর্তৃহরির নীতিশতক*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৪। ভৌমিক, দুলাল ও গাইন, অরূপ [সম্পা.] (২০১৬)। *হংসদূতম্*, *পদাঙ্কদূতম্*, *বিদগদ্ধমুখমণ্ডনম্*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ (২০০৫)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

৬। সরকার, রথীন্দ্র [সম্পা.] (২০১৭)। *চতুরঙ্গক্রীড়নম্*। সাহিত্য পত্রিকা, ৫৫ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়